দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৫

নকল প্রতিরোধ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হালচাল

নির্মল সেন

আগামী ২৭ মার্চ উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা শুরু। ক'দিন ধরে এ পরীক্ষা নিয়ে তোড়জোড়ের খবর সংবাদপত্রে পড়ছি। আজকের অর্থাৎ ৮ মার্চের কাগজে পড়লাম শিক্ষামন্ত্রীর হুঁশিয়ারির কথা। তিনি বলেছেন, এবার নকল হলে আরও কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হবে। নকল করলে শুধু গ্রেফতার হবে না, তাদের হাতে কড়া দিয়ে জেলে নেয়া হবে। অর্থাৎ তাকে এ লক্ষ্যে অপমান করা হবে। দেখা যাক, এই অপমানমূলক ব্যবস্থা কতদূর সফল হয়। বিসিএস পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির পর এবারের পরীক্ষা নিয়ে মানুষের কৌতূহল থাকবেই।

কেউ কিছু মনে না করলে প্রসঙ্গত জানার কৌতূহল হতে পারে নকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা কি শিক্ষায় কোন উন্নতি আনবে? যাদের দমনের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা কেন নকল করছে এ দিকে কি তত নজর দেয়া হচ্ছে? কথাটা আমার এলাকার একটি কলেজ নিয়েই শুরু করি। কলেজের নাম কোটালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারী কলেজ। এ কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। জন্মলগ্ন থেকে এ কলেজে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগ আছে। তবে এ কলেজে আজ পর্যন্ত কোন পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়নি। এইচএসসিতে পদার্থবিজ্ঞান থাকে। এবং ছাত্র ভর্তি করা হয়। এবং পরীক্ষাও দেয়। দীর্ঘদিন যাবত বাণিজ্যের অধ্যাপক নেই। তবে বাণিজ্য পাঠ্য তালিকায় আছে এবং পড়ানো হয়। এ নিয়ে আমি নিজে দেনদরবার কম করিনি। এ কলেজে কোন উপ-অধ্যক্ষের পদ নেই। এ কলেজটি তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এলাকায়। তাই কোন শিক্ষক নিযুক্ত হলেই বদলির চেষ্টা করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিসাব নিয়ে দেখতে পারেন এ কলেজে এ ক'বছরে কতজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। কতজন কলেজে যোগ দিয়েছেন। এ প্রশ্নটি এবং সমস্যাটি আমি সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতিকে ভেবে দেখতে বলব।

এরপর আমার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ডের কাছে প্রশ্ন-কেউ কি বলতে পারেন এ কলেজের বিজ্ঞানের পরীক্ষা কি করে দেবে? কি করে পাস করবে বাণিজ্যের পরীক্ষায়? আপনারা শিক্ষক দেবেন না, পরীক্ষা নেবেন। আবার পরীক্ষায় পাসের হার কম হলে কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। এটা কি হয়? আমাদের কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নামে। ১৯৯৬ সালে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর আমলেও এ কলেজের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। একজন অধ্যক্ষ কলেজে রাখতেই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আর এখন তো ভয় হচ্ছে যে, এ কলেজটি কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার এলাকায় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নামে বলেই আর কোন নতুন শিক্ষক দেয়া হবে না। কারণ এমন কথা যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা বলছেন যে, গোপালগঞ্জ এলাকায় এখন কোন সাহায্য-সহযোগিতা নয়।

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, নকল প্রতিরোধ সম্পর্কে আপনি যে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছেন সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি কি সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন? আগের সমস্যা তো আছেই। নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে আপনারা ক্ষমতায় আসার পর। আপনি কি শিক্ষা ভবনে কোনদিন ঢুকেছেন? বদলি, পদোন্নতি নিয়ে লাখ টাকার কারবার সেখানে হয়। প্রতিদিন বদলির নির্দেশ হয়। বদলির নির্দেশ বাতিল হয়। ফলে বিশেষ করে সরকারী কলেজগুলোতে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে স্বামীর কর্মস্থলে স্ত্রীর চাকরি করার সুবিধার কথা বলে রাজধানী ঢাকার দিকে তাকালে দেখা যাবে সর্বত্রই মন্ত্রী বা আমলাদের গৃহিণীর রাজত্ব। মেধা বা পড়াবার যোগ্যতা একেবারে গৌণ। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটিই গুরুত্ব পাবার কথা ছিল। এরপর সরকারী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নকলের পথ নিলে করার কি থাকবে?

তবে এরপর লক্ষণীয় হচ্ছে দলবাজি। অতীতে দলবাজি ছিল না-তা নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর কলেজ-স্কুল দখল যেন চর দখলের মতো হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা এক দল নতুন করে রাজনীতিক হয়েছেন। নতুন দলে নাম লিখিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন। তাতে তাল দিচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ। শুনেছি, একের পর এক কলেজ-স্কুলের কমিটি বদলান হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সরানো হচ্ছে। এখন পদাধিকারবলে কলেজের সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং তিনি এখন সেখানে দলীয় কাজ করতে চেষ্টা করছেন। আজ ৮ মার্চ একটি খবরে দেখলাম ঢাকার দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ থেকে প্রভাষক সকলেরই যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ তাঁরা সরকারী দল করেন না। ঢাকায় এ অবস্থা হলে বাইরের অবস্থা সহজে অনুমেয়। খবরে বলা হয়েছে, দনিয়া বর্ণমালা কলেজে ২১ শিক্ষক-প্রভাষকের চাকরি খতম হতে যাচ্ছে। এঁরাই নাকি কলেজটিকে গড়েছিল। ১৯৯৫ সালে একটি হাইস্কুল থেকে এই ইন্টারমিডিয়েট কলেজটির জন্ম হয়। নিজেদের মেধার ভিত্তিতেই সকলে এখানে নিয়োগ পেয়েছিল। গত মাসে ১ তারিখ ক্লাস নেয়ার পর ১৩ জন প্রভাষক, ৬ জন সহকারী স্কুল শিক্ষক, ১ জন পাঠাগারিক ও ১ জন প্রদর্শককে স্কুল ও কলেজ-প্রাঙ্গণে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। এই ভয়ভীতি দেখাবার জন্য এখানে দলীয় রাজনীতির পত্তন ঘটানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধ নিয়ে হৈচৈ করছেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সুখ-দুঃখের দিকে না তাকিয়ে রাতারাতি পরীক্ষা কেন্দ্র বদলের নির্দেশ দিচ্ছেন। উপজেলার পরীক্ষা কেন্দ্র চলে যাচ্ছে জেলা শহরে। কেউ খেয়াল করছেন না এতে গরিব ছাত্রছাত্রীদের কি সঙ্কট মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে যারা বিনা খরচে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেত, জেলা শহরে তাদের থাকতে শত শত টাকা খরচ হচ্ছে। এ টাকা কে দেবে? এই টাকা খরচ করে একজন ছাত্র গ্রাম থেকে জেলা শহরে পরীক্ষা দিতে যাবে। হয়ত তার সরকারী কলেজে শিক্ষক নেই। অনেক বিষয় পড়ানোই হয়নি সারা বছর। শিক্ষক দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। পড়াবার দায়িত্ব সরকারের। এর কোন দায়িত্ব পালন না করে পরীক্ষাকেন্দ্র পাল্টানো হয়। চোর ডাকাত ধরবার মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ বসানো হচ্ছে। এবার নকলবাজদের হাতকড়া পরিয়ে জেলে পাঠাবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে

এ ধরনের ঘটনা একটি নয়। শুনেছি ঢাকা শহরে ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলবাজির ফলে প্রাক্তন শিক্ষকদের বিদায় নিতে হয়েছে। সেখানে দখলদারিত্বে নেমেছে নতুন একশ্রেণীর শিক্ষক, দলীয় টিকা কপালে নিয়ে। আমাকে কুষ্টিয়া থেকে জানানো হয়েছে ভেড়ামারার পরানখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু তাহেরকে নির্বাচনের পর স্কুলেই ঢুকতে দেয়া হয়নি। পরবর্তীকালে একটি কৌশল অবলম্বন করেছে জেলার শিক্ষা দফতর। প্রধান শিক্ষক আবু তাহের বাধ্য হয়ে অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে এবং অনুপস্থিত থাকার অজুহাতে শিক্ষা দফতর তাঁকে চাকরিচ্যুত করেছে। হালিমা একাডেমীর সহ-শিক্ষক মিনারুল ইসলাম মধুকে জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত হয়েছে। নির্বাচনের পর বিএনপির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। আর কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষসহ অধিকাংশ শিক্ষককে বিদায় নিতে হয়। কারণ তাঁরা দল হিসাবে বিএনপির পছন্দ নন। এখন ঢাকার চিত্র আমরা নিজ চোখে দেখেছি। কাগজে পড়েছি। ভিকারুননিসা নূন থেকে শুরু করে উদয়ন পর্যন্ত কোথাও আইনের পরোয়া করা হয়নি। দলই হয়ে উঠেছে।

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান কর্মকর্তাদের বিদায় নিতে হয়েছে তাদের সবাইকে সমর্থক, তা নয়। অ... ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সকলকে চিনি না। তাঁরা সবাই নির্দোষ কিংবা ধোয়া তুলসী পাতা দাবিও আমি করব না। কিন্তু যেভাবে আপনারা তাঁদের বিদায় দিয়েছেন তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। আইনকে আপনারা একেবারেই তোয়াক্কা করেননি। দলীয় প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ কথা আমি লিখতাম না যদি আপনাদের দেয় একটা দলিল আমার হাতে না পৌঁছত।

এ দলিলটি হচ্ছে শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ সম্পর্কে। এ দলিলে লেখা হয়েছে এ কলেজের অধ্যক্ষকে পরিবর্তনের জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনা হয়েছে। সে অভিযোগের জবাবও তিনি দিয়েছেন। সে প্রশ্নে আমি যাব না। শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, "তিনি যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক তার প্রমাণ গত ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ সেমিনারে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। প্রমাণ হিসাবে দাওয়াতপত্রের কপি সংযোজন করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি যোগ্যতার বিচার না করে উক্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে এর সত্যতা যাচাই করার আবেদন জানাচ্ছি।" কলেজের অধ্যক্ষ এ অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। দলের সমর্থকদের চাকরি প্রদানের অভিযোগ ভিত্তিহীন, অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।